বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd **E-mail:** info@bmeb.gov.bd **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/পিরোজপুর-৪৬/৭৫ তারিখ: ০৫ আষাঢ় ১৪২৯ / ১৯ জুন ২০২২

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে
সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা এর পত্র নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১১০.২২(ই-মেইল)-১৫৯৭৩ তারিখ: ২৪.০৪.২০২২ ইং।

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া উপজেলাধীন মধ্য দেবত্র এন. ইসলাম দাখিল মাদ্রাসার সাবেক সুপার মাওলানা জিয়াউল হক ফারুকীর নানাবিধ দুর্নীতি ও জালিয়াতির অপরাধ তদন্ত পূর্বক ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য উক্ত মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার এনামুল হক এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মো: ইলিয়াস খান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বরাবর দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা থেকে সূত্রোক্ত স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় সূত্রোক্ত স্মারক পত্রে সংযুক্ত অভিযোগপত্রের ক্রমিক ৫-৭ নং অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ( ) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

১৯/০৬/22

মোঃ ওমর ফারুক
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd
১৯.০৬.২২

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর।

নং-বামাশিবো/প্রশা/পিরোজপুর-৪৬/৭৫ তারিখ: ০৫ আষাঢ় ১৪২৯ / ১৯ জুন ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, পিরোজপুর;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর;
৪. মো: ইলিয়াস খান(অভিযোগকারী), সভাপতি, মধ্য দেবত্র এন. ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর;
৫. মাওলানা জিয়াউল হক ফারুকী, সাবেক সুপার, মধ্য দেবত্র এন. ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর;
৬. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার(অভিযোগকারী), মধ্য দেবত্র এন. ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর;
৭. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
৮. পিও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৯. অফিস কপি।

১৯/০৬/22

মোঃ ওমর ফারুক
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd
১৯.০৬.২২

জরুরী

দুর্নীতি দমন কমিশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

"সবাই মিলে গড়ব দেশ,
দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ"

স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১১০.২২(ই-মেইল)- ২৮৯৭৬ তারিখ : 28/8/22

বিষয় : অভিযোগ প্রেরণ (কমিশনের ক্রমিক নং-৩৯, তারিখঃ- ২৩/১২/২০২১ খ্রিঃ)।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিধিমতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগের ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : সংলগ্নীসহ অভিযোগের ছায়ালিপি ০৩ (তিন) পাতা।

২৮.08.22

উত্তম কুমার মন্ডল
পরিচালক
দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল
ফোন : ০২-৪৮৩২০৭২০

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
বকশী বাজার, ঢাকা।

৩১-০৫-22

From: "go ahead" <nirjor.raju@gmail.com>
To: chairman@acc.org.bd

Date: Saturday, November 13, 2021 09:54PM
Subject: মধ্য দেবত্র এন ইসলাম দাখিল মাদ্রাসার সাবেক সুপার মাওলানা জিয়াউল হক ফারুকীর নানাবিধ দুর্নীতি ও জালিয়াতির অপরাধসমুহ

বরাবর
বিভাগীয় পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন,
বিভাগীয় কার্যাল, বরিশাল।

বিষয়ঃ মধ্য দেবত্র এন ইসলাম দাখিল মাদ্রাসার সাবেক সুপার মাওলানা জিয়াউল হক ফারুকীর নানাবিধ দুর্নীতি ও জালিয়াতির অপরাধসমুহ তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন।

মধ্য দেবত্র এন ইসলাম দাখিল মাদ্রাসার সাবেক সুপার মাওলানা জিয়াউল হক ফারুকীর নানাবিধ দুর্নীতি ও জালিয়াতির বিস্তারিত তথ্যঃ-

১) অত্র মাদ্রাসার একজন সহকারী মৌলভী নুর ইসলাম তালুকদার, ইনডেক্স নং- ০৭৬৫৯১, যোগদান তারিখ- ১৮/১২/৮৫ইং, মাওলানা জিয়াউল হক ফারুকীর সময়ে আলিম কোঠায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে চাকুরী চলাকালীন সময়ে নিয়মিত ফাজিল শ্রেণিতে ক্লাস করে রেগুলার (নিয়মিত) পরীক্ষা দিয়ে ফাজিল কোঠায় পদোন্নতির সুবিধা লাভ করেন এবং একই সময়ে অবৈধভাবে ক্লাসে উপস্থিত না হয়েও মাওলানা ফারুকীর যোগসাজসে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন করেন। একইভাবে তিনি তার সময়ে অপর এক সহকারী মৌলভী মাসুম বিল্লাহকে, ইনডেক্স নং- ৩৬২২৫৭, যোগদান তারিখ- ০১/১০/৯২ ইং, অবৈধ সুবিধা দিয়ে চাকরি চলাকালীন মুহূর্তে নিয়মিত কামিল শ্রেনীতে ক্লাস করতে এবং কামিল রেগুলার (নিয়মিত) পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে পাশ করতে সুযোগ দেন। একই প্রকৃয়ায় নিয়মিত ক্লাস করানো অবস্থায় এই মাসুম বিল্লাহ মাওলানা ফারুকীর যোগসাজসে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন করেন যা সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড। এছাড়া বিশাল অংকের অর্থের বিনিময়ে ১৯৯৫ ইং সনের ১১ই মার্চ নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অ-নৈতিক উপায়ে মাদ্রাসার তৎকালীন হেড মৌলভী মোঃ সিদ্দিকুর রহমানকে পরিবর্তন করে সেই পদে উপরিউক্ত সহকারী মৌলভী মোঃ মাসুম বিল্লাহকে হেড মৌলভী পদে নিয়োগ প্রদান করেন যাহার কোন নিয়োগ বিধি বা রেজুলেশন হয়নি।

২) দেবত্র এন ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা" সরকারি এমপিও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময়ে তৎকালীন দপ্তরী ছিলো আব্দুল করিম। সাবেক সুপার জিয়াউল হক ফারুকী সম্পুর্ন অমানবিক ভাবে কেবলমাত্র ক্ষমতার অপব্যবহার করে টাকার বিনিময়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অনৈতিক উপায়ে তাকে বরখাস্ত করে ঐ পদে নাজমুলকে নিয়োগ প্রদান করেন। আবার বছর দুই পরে তাকে বাদ দিয়ে একই প্রকৃয়ায় নজরুল ইসলামকে দপ্তরী পদে নিয়োগ দান করেন।

৩) সাবেক সুপার মাওঃজিয়াউল হক ফারুকী গত ২২-০৮-২০০০ ইং তারিখে তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ সালাহউদ্দিন(ভারপ্রাপ্ত),জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে সাবেক শিক্ষক মোঃ মাসুদুর রহমান (শারীরিক শিক্ষা), মোঃসেকান্দার আলী(করনীক)এবং মোঃ হযরত আলী(নৈশ প্রহরী) সহ মোট ০৩ জনকে নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে নিয়োগকৃত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে দুদক মামলা দিলে নিয়োগ কৃত ব্যাক্তিদ্বয়ের চাকরি চলে যায় এবং তাদের ভোগকৃত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করেন। সাবেই এই সুপার মোঃ জিয়াউল হক ফারুকী চাকরিশ্চুৎ এই তিন প্রার্থীর কাছ থেকে পূনরায় অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে গত ২৬-০৮-২০০৯ ইং তারিখে বিধিবহির্ভূত নিয়োগ প্রদান করেছেন। এমনকি ২০১৭ সালে সম্পুর্ণ বিধিবহির্ভূত ভাবে অত্যন্ত গোপনে, কাউকে না জানিয়ে তার পুত্র মোঃ আমিনুল ইসলাম আল আমিনকে অত্র মাদ্রাসায় করনিক পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন।

৪) তার দায়িত্ব থাকাকালীন সময়ে দপ্তরি মোঃ ইউসুফ আলি ও নৈশপ্রহরী হযরত আলীর কাছ থেকে ৩ হাজার করে মোট ৬ হাজার টাকা প্রতি মাসে ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে নিয়মিত মাদ্রাসায় উপস্থিত হওয়া থেকে অবকাশ দিতো। যাতে তারা তাদের ব্যক্তিগত সুপারী ও চালের ব্যাবসা চালু রাখতে পারে। সাবেক সুপার জিয়াউল হক ফারুকীকে টাকা প্রদানের বিনিময়ে তারা মাদ্রাসার নানাবিধ দায়িত্ব পালন হতে অবকাশ পেতো। টাকার বিনিময়ে সাবেক সুপার নিজেই তাদের এইসব কাজ যেমন- ঘন্টা পিটানো, টেবিল মোছা ইত্যাদি নিজেই করতো। এ ব্যাপারে ২০২০ সালে দুদকে মামলা হলে তারা মঠবাড়িয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসে তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু তৎকালীন সুপার মাওলানা জিয়াউল হক ফারুকী বহু টাকার বিনিময়ে এই তদন্ত কার্যক্রম ধামাচাপা দিতে সক্ষম হন।

৫) ১৯৮৬ সাল থেকে সুপার হওয়া অব্দি অবসরগ্রহণ পর্যন্ত মাদ্রাসার সমস্ত জমাজমি তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভোগদখল করেন, আয়-ব্যয়ের কোনো হিসাব তিনি কাউকে প্রদান করেন নি। মাদ্রাসা ফান্ডে কোনো টাকা জমা দেন নি।

৬) অবসর গ্রহণ করার পরেও ব্যক্তিগত প্রভাবে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সুপার ও সভাপতির অগোচরে মাদ্রাসার দু'টি টিনশেড ঘর ভেঙে তার কাঠ ও টিন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। যার কোনো রেজুলেশন হয় নি। এবং ২০২১ সনের ৪ জন পরীক্ষার্থীদের থেকে ফরম ফিলাপ বাবদ ২৫০০ টাকা করে মোট ১০,০০০ টাকা নিয়ে মাদ্রাসায় ৪০০০ টাকা জমা দিয়ে বাকি টাকা আত্মসাৎ করেন।

৭)সাবেক সুপার মাওঃ জিয়াউল হক ফারুকী মাদ্রাসার দাতা সদস্য হন। দাতা সদস্য হতে হলে যে অর্থ মাদ্রাসার নামে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয় তা না দিয়ে অবৈধ ভাবে দাতা সদস্যপদ লাভ করেন।

৮) ২৫-০৮-২০২১ ইং তারিখ মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক জরুরী সভায় মাদ্রাসার আয়- ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত আলোচনায় মাদ্রাসার সাবেক সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাওলানা মোঃ জিয়াউল হক ফারুকীর দুর্নীতির তথ্য বেড়িয়ে আসে। এতে তিনি এবং এবং তার ছেলে আল আমিন বিভিন্ন ভাবে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সুপার মাওলানা এনামুল হক এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইলিয়াস খান এর বিরুদ্ধে বিভিন্নরকম মিথ্যা অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে থাকে। ভাড়া করা লোকজন নিয়ে আক্রমণ, হেনস্তা এবং নানাবিধ হুমকি প্রদান করতে থাকে। গত ০৩/১১/১২ তারিখে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সুপার ও সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাবেক সুপার জিয়াউল হক ফারুকী তার ব্যক্তিগত প্রভাবে শিক্ষকদের ভয় ভিতি দেখিয়ে অবৈধভাবে ভারপ্রাপ্ত সুপার ও সভাপতির অপসারণের রেজুলেশন তৈরি করে তাতে সবার দস্তখত নেয়।

এভাবে জিয়াউল হক ফারুকী তার ৩০ বছরের সুপারের দায়িত্বে থাকা দীর্ঘ কর্মজীবনে সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলে উল্লেখিত অপরাধসমুহ করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জিয়াউল হক ফারুকীর এই সকল দুর্নীতি ও জালিয়াতির অপরাধসমুহ তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানাই।

নিবেদক

১, এনামুল হক (ভারপ্রাপ্ত সুপার)
২, মোঃ ইলিয়াস খান (সভাপতি)
মধ্য দেবত্র এন ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা
মঠাবাড়ীয়া, পিরোজপুর।

Attachments:

FB_IMG_1636684515019.jpg

বরিশাল নগরীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অবৈধ হলুদ আটোরিকসা, সিএনজি

চিকিৎসা সেবা পেয়ে খুশি চরাঞ্চলের হাজারো মানুষ

'মঠবাড়িয়ায় মাদ্রাসার সাবেক সুপারের দুর্নীতি ঢাকতে সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সুপারকে হয়রানির অপচেষ্টা'

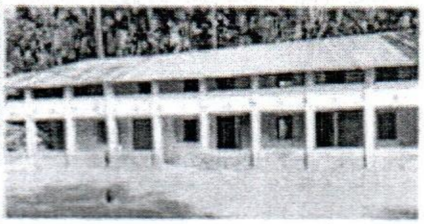

কলাপাড়ায় বনবিভাগের রেঞ্জ ও বিট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

সুন্দরগঞ্জে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা

সিইসির সম্মানে সুষ্ঠু নির্বাচন

নওগাঁর পোরশায় ৩৫২০জন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ সার বিতরণ

সীতাকুণ্ডে ইউপি নির্বাচনকে এলাকায় উত্তেজনা

বরিশালে নির্বাচনী অফিসে অগ্নিসংযোগ

লক্ষ্যমাত্র ৪৯৩০ হেক্টর জমি

কাউনিয়ায় আলু রোপনে ব্যস্ত সময় পার করছে চাষীরা

কুষ্টিয়ায় পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ বাণিজ্যের প্রতারক চক্রের সদস্য গ্রেফতার